

সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা জানানো যায় যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদের পরিচালনাধীন ফেরীঘাটগুলি বাংলা সন ১৪২৯ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঐ সালের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত নীলাম ডাকের মাধ্যমে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

খেয়া ঘাটগুলির নাম, নীলাম ডাকের তারিখ, জামানত জমার পরিমাণ এবং অন্যান্য তথ্য নীচের ছকে দেওয়া হল।

নীলামের সময় – বেলা ১১ টায়, নীলামের স্থানঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।

খেয়াঘাটের নাম	পঞ্চায়েত সমিতির নাম	ডাকের পূর্বে যে পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে	সরকারী ডাকের পরিমাণ	নীলামের তারিখ
খোঁসড়া	হাঙ্গুল-২	৪২,০০০/-	৪,২০,০০০/-	১৩-০৪-২২

নীলাম ডাকের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

- পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ পরিচালনাধীন সংশ্লিষ্ট তালিকায় ফেরীঘাট এবং বাং ১৪২৯ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঐ সালের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ঘাটের জন্য সর্বোচ্চ ডাক তাহা সেই ঘাটের ঐ সময়ের জন্য খাজনা হিসাবে ধার্য হইবে।
- বাং ১৪২৯ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ঐ সালের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য নীলামডাক এবং ঐ ডাক সর্বোচ্চবিধায় গৃহীত হইলে উক্ত সর্বোচ্চ ডাককারীকে ডাকের সমূহ অর্থ তৎক্ষণাতঃ অত্র পরিষদে জমা দিতে হইবে।
- প্রথম সর্বোচ্চ ডাককারী যদি তাঁর ডাকের সমূহ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে না পারেন তবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ডাককারীকে তাঁর ডাকের সমূহ অর্থ মিটিয়ে ইজারা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে। যদি তিনি তাঁর ডাকের সমূহ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে না পারেন অনুরূপভাবে ৩য় সর্বোচ্চ ডাককারীকে সুযোগ দেওয়া হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় ডাক চলতে থাকিবে। যদি পাশাপাশি ডাকের মধ্যে খুব বেশী টাকার পার্থক্য থাকে সেক্ষেত্রে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ডাক বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবেন। সর্বোচ্চ ডাকের অর্থ তৎক্ষণাতঃ জমা না দিলে জমা দেওয়া তাঁর জামানত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে এবং দ্বিতীয় ডাককারীকে পর্যায়ক্রমে অনুরূপ প্রদান করা হবে। জামানত বাজেয়াপ্ত এর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে। অনেক সময়ে নগদে সমস্ত টাকা এককালীন দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাকে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ বেশী পরিমাণ টাকা দূর থেকে নগদে বহন করার অসুবিধা কারণ দেখিয়ে সর্বোচ্চ ডাকের টাকায় কিছু অংশ পরবর্তীকালে পরিশোধ করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। বিশেষভাবে তাদের জন্য জিলা পরিষদের বক্তব্য যে, মনে করলে সরকারী ডাকের অর্থ তাঁরা ব্যাংক ড্রাফট (স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, মেদিনীপুর শাখার উপর, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ এর অনুকূলে প্রস্তুত করে) এর মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু সর্বোচ্চ ডাকের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে মেটানোর ক্ষেত্রে কোন ওজর আপত্তি শোনা যাবে না।
- ডাক চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য টাকা দর্শানোর জন্য বলতে পারবেন এবং ডাককারী তা দর্শাতে বাধ্য থাকবেন। যদি টাকা না দর্শাতে পারেন তাহলে তাঁকে পরবর্তী রাউন্ড থেকে ডাকের শেষ রাউন্ড পর্যন্ত আর ডাক দিতে দেওয়া যাইবে না।
- কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যেকোন ডাক গ্রহণ বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকিবে। জিলা পরিষদের সিদ্ধান্ত- ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- যে সকল ডাককারী ঘাট ডাক করিয়া পরে ঘাট লইতে অস্বীকার করিবেন বা পুরো টাকা দিতে না পারিবেন, তাহাদের অগ্রিম জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাঁরা তাঁদের ডাকের সমপরিমাণ অর্থ ঐ সময়কালীন খাজনার টাকার দায়ী হইবেন। প্রতারণার জন্য দণ্ডবিধি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। ঘাট নীলাম হইলে তাহাতে জিলা পরিষদের যে ক্ষতি হইবে তারজন্য তাঁরা দায়ী হইবেন।
- যদি কোন ডাককারী নিজ নাম গোপন করিয়া কাল্পনিক নামে ডাকে অংশ নেন অথবা নোটিশে বা এগ্রিমেন্টের শর্ত অথবা কর্তৃপক্ষের ও পরিষদের আদেশাদি পালন না করেন অথবা অন্যকোন প্রকারে পরিষদকে প্রতারণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া প্রমানিত হয় তবে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।
- যিনি ইজারাদার নিযুক্ত হইবেন তিনি পরিষদের নির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করিয়া দিবেন অন্যথায় ঘাটের দখলি পরোয়ানা দেওয়া যাইবে না। এবং যিনি এই পরোয়ানা না লইয়া দখল করিবেন তিনি অনাধিকার প্রবেশের জন্য দণ্ডনীয় হইবেন।
- ফেরীঘাট সমূহের নীলাম ডাক পরিষদের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর দখল দেওয়া হইবে। যদি কোন ফেরীঘাট এর নীলাম ডাক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পায় তাহা হইলে পুনরায় নীলাম ডাক হইবে ও নীলাম ডাকের আইন মোতাবেক কার্যকর হইবে। ফেরীঘাটের ইজারা বিলি পরিষদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে।
- পূর্বতন ইজারাদারের টাকা বাকী থাকিলে তিনি ডাকে অংশগ্রহণ করতে পরিবেন না।

১১. ফেরীঘাট পারাপার করিবার জন্য নৌকা সরবরাহ, মেরামত, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, দাঁড়ি, মাঝি প্রভৃতি রাখিবার ব্যয় ও দায়িত্ব ইজারাদারকে নিজ হইতে বহন করিতে হইবে।
১২. ইজারাদারকে ফেরীঘাটের আইন ও আইনের সমস্ত নিয়মগুলি বর্তমানে যাহা আছে এবং ভবিষ্যতের যাহা হইবে তাহা পালন করিয়া ঘাটের কাজ চালাইতে হইবে।
১৩. মাগুলের হার শর্তাবলী ও বিস্তৃত নিয়মকানুন জিলা পরিষদ অফিসে জানিতে পারা যাইবে।
১৪. যাহারা সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাটের ১৪২৯ সালের সর্বোচ্চ ডাককারী হিসাবে গণ্য হবেন তাহারা উক্ত ফেরীঘাটের দখল ১৪২৯ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ইজারাদার হিসাবে নিযুক্ত হবেন। পূর্বতন ইজারাদার ১৪২৯ সালের ১লা বৈশাখ থেকে নতুন ইজারাদারকে দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।
১৫. ২০০৯ সালের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সংশোধনী উপবিধি অনুযায়ী খেয়া মাগুল আদায় হইবে এবং খেয়া ঘাটের ইজারাদের নৌঘানের রেজিস্ট্রিকরণ এবং নবীকরণ ফি জমা দিয়ে নথীভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক।
১৬. যিনি ডাকে অংশ গ্রহন করবেন তিনি নিজের পরিচয়ের জন্য যে কোন একটি ছবিসহ পরিচয় পত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন (ফটো কপি)।